শিক্ষা সমাজ দেশ

কোনো রোগই চিকিৎসার অযোগ্য নয়

– ড. হাসনান আহমেদ

তখন আমি ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোনোর সময় একসাথে দুটো সার্টিফিকেট হাতে পেলাম। একাডেমিক বিল্ডিং থেকে দেওয়া হলো এমকম সার্টিফিকেট; বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেন্টার থেকে দেওয়া হলো গ্যাস্ট্রিক-আলসার রোগীর সার্টিফিকেট। তখন অপারেশন ছাড়া ওষুধে আলসার ভালো হতো না। অসংখ্য হোমিও ও অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারের কাছে দীর্ঘদিন ওষুধ খেয়েছি। ডাক্তার প্রমোশন পেয়ে লেকচারার থেকে প্রফেসর হয়ে গেছেন, আমার রোগের কোনো পরিবর্তন হয়নি। একবার এক হোমিও ডাক্তারের কাছে নাম লেখালাম। চেম্বারের বাইরে অপেক্ষা করছি। দরজার উপর স্পষ্টাক্ষরে লেখা 'কোনো রোগই চিকিৎসার অযোগ্য নয়, দরকার রোগীর ধৈর্য এবং চিকিৎসকের প্রজ্ঞা'। আমি তা বিশ্বাস করলাম।

দীর্ঘ ৫৩ বছর ধরে আমাদের এ সোনার বাংলা ও এর জনগোষ্ঠী বিভিন্ন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত। দুর্নীতিবাজ, মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও খুনি সমাজে ভরে গেছে। সুষ্ঠু বিচার হয় না, তাই এ অবস্থা। যার কেউ নেই, যে কোনো রাজনীতির সাতে-পাঁচে নেই, টাকা-পয়সা নেই, তার জন্য বিচার। কখনো গায়েবি মামলা, পুলিশের তদন্ত বাণিজ্য। 'নরম কাঠে ছুতারের বল'। সমাজ ও মানুষকে রোগগ্রস্ত করছে এদেশের রাজনীতিকরা। ব্যতিক্রম বাদে তারা নিজেরাই মানসিক রোগী, দুর্নীতিবাজ ও খুনি। তাদের দায়িত্ব তারা পালন করেনি। আমি নিশ্চিত জানি, এদেশের রাজনীতিকদের কোনো রোগই চিকিৎসার অযোগ্য নয়। আমরা পরিমিত মাত্রায় ওষুধ প্রয়োগ করতে পারছি না। নিজেই রোগাক্রান্ত হলে দেশের রোগ ভালো করবেন কীভাবে? আইনের শাসনইবা প্রতিষ্ঠা করবেন কীভাবে? দীর্ঘ ষোলো বছর রোগের প্রকোপ এতই বেড়েছে যে, রোগীর প্রাণ ওষ্ঠাগত। এ ষোলোটা বছর জনগণের খাজাঞ্চি রাজনীতিকরা নিজে, তাদের 'বাল-বাচ্চুকা', আত্মীয়-স্বজন, দলীয় চাটার দল দিয়ে চাটতে চাটতে শুধু কঙ্কালসার হাড় অবশিষ্ট। দেশের খাজাঞ্চি শূন্য হলেও নেহি ছাড়েঙ্গা, শেষে ঋণ করে টাকা এনেও 'হাঁড়িচাটার দলের' হাঁড়ি চেটে খাওয়া শেষ।

এসব কথা আমি পতিত ভোটবিহীন, পরজীবী সেবাদাস সরকারের আমলেও লিখতে ছাড়িনি। আমার এ সত্য অভিযোগের কোনো প্রতিবাদ তারা কোনোদিন করতে পারেনি। আমার মতো ক্ষুদ্র এ মাস্টারের কলম কোনো অন্যায়কারী ও অপরাধীকে ক্ষমা করে না, তাই। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও শাসনভার দিয়ে রাখা হয়েছিল প্রভুর গোপন কোনো বাহিনীর হাতে, এটা কে না জানে! লালন গেয়েছিলেন, 'আমার ঘরের চাবি পরের হাতে...'। ঠিক তা-ই। বাংলাদেশিরা নির্বোধ ও হুজুগে জনগোষ্ঠী। যখন বোধ ফেরে তখন অনেক দেরি হয়ে যায়। এবারও দেউলিয়া হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ছাত্র-জনতা জেগেছে, পিঠে দেওয়াল ঠেকার পর। আগে বোঝে না, কম পড়লে টের পায়।

সেবাদাস সরকারের বিরুদ্ধে আমার সবচেয়ে বড় অভিযোগ, তারা সমাজের মানুষদের জনআপদে পরিণত করেছে এবং এদেশে শিক্ষার মানে ধস নামিয়েছে। কোনো জনগোষ্ঠীকে শোষণের প্রাথমিক প্রক্রিয়াই এটা। তাদের চেনার জন্য প্রথম মেয়াদের রাষ্ট্রপরিচালনাই যথেষ্ঠ ছিল। তাদের স্বভাবের অবনতি ছাড়া ভালো কোনো পরিবর্তন কেউ এ পর্যন্ত দেখেনি। তারা জনরায়ের তোয়াক্কা না করে তাদের একমাত্র প্রভুর প্রত্যক্ষ শক্তিতে নানাভাবে চক্রান্ত করে চর দখলের মতো ক্ষমতা দখল করে রেখেছিল। যত রকমের লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতি-লুটপাট আছে; অত্যাচার-নির্মমতা, খুন-গুম, গণহত্যা, মিথ্যাচারিতা

আছে; ক্ষমতার অপব্যবহার, প্রতারণা আছে– কোনো কিছুই তারা বাদ রাখেনি। অন্য কোনো দেশের দাসখতের বকেয়া বিল, যেমন– আদানি কোম্পানির সাথে কর্তাভজন চুক্তির বিল, রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য নেওয়া রাশিয়ার (বালিশকাণ্ডের) বিল, সুদসহ অন্য ঋণের কিস্তি, যত হাজার কোটি টাকা বকেয়া রেখেছে, এখন সব দায় অন্তর্বর্তী সরকারের কাঁধে এসে চাপছে। অথচ কোষাগার শূন্য। দেশ বিক্রি আবার কাকে বলবো! চেটেপুটে বিদেশে পাচার শেষ। তাদের মিথ্যাচারিতা ও নির্লজ্জ তর্ক বাজারের মেয়েদেরকেও হার মানায়। আমার ধারণা, যেই-না চেয়ে-চিন্তে কোষাগারে কিছু টাকার সংস্থান হবে, আইনের শাসন কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হবে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে, অর্থনীতিতে আবার রক্ত সঞ্চালন বাড়বে, আবার তারা ফিরে আসার মওকা খুঁজবে। আমরা খুব আত্মবিস্মৃত জাতি। আমাদের 'বাঘের পিছে ফেউ লেগেছে'। এদের সরাতে গেলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার বিজ্ঞাপন জারি করে শেয়ালের কাছে স্থায়ীভাবে মুরগি পোষাণি দিয়ে ফেলেছে। স্বাধীনতা ভূলুণ্ঠিত করে স্বাধীনতা রক্ষার সোল-এজেন্টের দায়িত্ব নিয়েছে। ডাহা অপপ্রচারের মাধ্যমে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্যে পর্যবসিত করেছে।

হা হতোস্মি! বাংলাদেশিদের একটা স্বার্থপর-নির্বোধ ও মীর জাফরমার্কা অংশ তা বুঝতে ব্যর্থ হয়। অথবা স্বার্থের কারণে বুঝেও না-বুঝ হয়। বাঙালাদেশিরা কোনোদিনই মীর জাফর, ঘষেটি বেগম, মীর কাশেমের বংশধর ও সম্প্রসারণবাদী নব্য বেনিয়াদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি ও ভবিষ্যতেও পাবে বলে মনে হয় না। এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখা ও মুক্তি অতটা সহজ নয়। 'দিল্লি হনুজ দুরস্ত'। ভবিষ্যতেও এরা এদেশেই থাকবে এবং এদেশ শুষে খাবে বলে মনে হয়। যুগে যুগে এরা এদেশেই আছে। আমার একটাই প্রশ্ন, পতিত শোষক, সম্প্রসারণবাদের প্রত্যক্ষ দোসর ও ভ্রাতৃহননের দল দেশের বিরুদ্ধে আর কী কী করলে তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এদেশে নিষিদ্ধ হতো? মৃত্যুর আগে আমি বিষয়গুলো জেনে মরতে চাই।

অতীতে একাধিকবার তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল ৩ মাসের জন্য। দুস্কৃতিকারীরা এই ৩ মাস গর্তে লুকাত। মাঝে মাঝে গর্ত থেকে মুখ বের করে দেখত, কবে নির্বাচন শেষ হয়। নির্বাচন শেষে গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে আবার মুখ দালালি করতো; নিজেদের রাজনীতির লাভজনক ব্যবসা চালিয়ে যেত। কুটিল বুদ্ধির চর্চা করত। এবার অধিকাংশ অপরাধী ও খুনি পার্শ্ববর্তী দেশে পালিয়েছে। এবার অন্তর্বর্তী সরকার চিন্তা-ভাবনা ও কাজে শৈথিল্য ও উদারতা দেখালে একই অবস্থা আবার ফিরে আসবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে তারা আবার বহাল তবিয়তে প্রতিষ্ঠিত হবে। যাদের রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে এ বিপ্লব, সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তারা কবরে অথবা হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে অসহায়ের মতো অন্তর্বর্তী সরকারের কর্মের দিকে তাকিয়ে আছে। একথা কি আমরা একবারও ভেবে দেখি? দেশের পরিণতিইবা কী হবে? ছাত্র-জনতার এ বিপ্লবের সার্থকতা কোথায়?

অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান মূলত একজন শিক্ষক মানুষ, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সেবার মনোভাব তার অন্তর জুড়ে বিরাজমান। শিক্ষক হিসাবে প্রতিহিংসামুক্ত মন ও উদারতা তার চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রপরিচালনা করতে তাকে শিক্ষকসুলভ মন-মানসিকতা থেকে আপাতত বেরিয়ে আসতে হবে। প্রকৃতির দিকে তাকালে আমরা কী দেখি? বসন্তের প্রারম্ভ থেকেই শান্ত-স্নিগ্ধ সুনির্মল মৃদুমন্দ বাতাস, মনমুগ্ধকর পরিবেশ ও রোমান্টিক মন-মানসিকতা। বৈশাখ এলেই কালো-ঝড়ো মেঘ ও উদ্দাম-দুর্দমনীয়, উচ্ছৃঙ্খলতার দাপট পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতাকে তছনছ করে ফেলে। আষাঢ়-শ্রাবণে অবিরাম ধারায় ঝরঝর বর্ষণ। প্রকৃতির কত রূপ! সব সময়ের জন্য সবকিছু প্রযোজ্য নয়। আল্লাহতাআলার প্রকৃতি ও

গুণের দিকে তাকালেও আমরা একই বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই। তিনি 'আর-রাহমান' (দয়াবান, অপার করুণাময়); সব সময় ও সবার জন্য নয়। তিনিই আবার 'আল-কাহহার' (কঠোর, মহাপ্রতাপশালী, দমনকারী)। ভিন্নরূপে সৃষ্টিকর্তা। এসবই প্রকৃতিদর্শন ও জীবনদর্শনের অংশ। এদেশ এখন চায় আইনের সুষ্ঠু ও কঠোর প্রয়োগ। স্বজনপ্রীতি না করি। উদারতা দেখানোর উপযুক্ত সময় এখন নয়। পত্রিকা পড়লেই দেখি রাজনৈতিক খুন-খারাবি। এর কোনো বিচার হতে আমি দেখিনে। রাজনৈতিক বিবাদ বলে আমরা চালিয়ে দিই। এগুলো কি খুন নয়? খুন তো খুনই। বিচার মানেই কঠোর হাতে প্রতিটি খুনির প্রাপ্য শাস্তি। আইনের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ প্রয়োগ ও বিচার; দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন নেই বলেই না এদেশ মগের মুল্লুকে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতার ৫৩ বছর পর আবার বিপ্লবের দরকার হচ্ছে। আমার মনে হয়েছে, সুষ্ঠু বিচার হলে এদেশের কমপক্ষে বিশ থেকে ত্রিশ হাজার লোকের মৃত্যুদন্ড হবে। লাখ লাখ লোকের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড হবে। দেশকে যদি সুষ্ঠু ধারায় ফিরিয়ে আনতে হয়, এসব সময়ের দাবি। খুনির অপরাধকে উদারতার দৃষ্টিতে দেখলেই, দেশে আইনের শাসন কখনোই প্রতিষ্ঠিত হবে না। 'যাহা পূর্বং তাহাই পরং' হতে বাধ্য। এদেশে আগে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা জরুরি। এ থেকে কোনোভাবেই পিছপা হওয়া যাবে না। বিলম্বও করা যাবে না। এদেশের বিচার মানে বছরের পর বছর বিচারালয়ের বারান্দায় ঘোরাফেরা করা। ঘুরতে ঘুরতেই জীবন পার করে দেওয়া। এজন্য জরুরিভিত্তিতে একাধিক বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অতিসত্ত্বর রুই-কাতলা ও চুনোপুটিসহ সব খুনি ও অপরাধীকে আইন ও বিচারের আওতায় আনতে হবে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে। বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদলে হবে না। খুনি ও দুর্বৃত্তরা কিন্ত গর্তে মুখ লুকিয়ে, মাঝেমধ্যে মুখ উঁচিয়ে সাধারণ মানুষের অগোচরে পরিস্থিতি দেখছে। কখনো ফোনালাপ ফাঁসের নামে টেস্ট-ম্যাচ খেলছে। সব কিছুরই কারণ আছে। বাতাস ছাড়া গাছের পাতাও নড়ে না। আমাদেরও ঠুঁটো জগন্নাথ কিংবা উদার-গণতন্ত্রমনা হলে চলবে না। আগে দুর্নীতিবাজ ও খুনিদের পাকড়াও, কঠোর হাতে অতিসত্ত্বর দমন ও বিচার। এরপর পরের কাজ পরে।

এদেশের সংস্কৃতি আমরা নিজ হাতে পরিবর্তন করে ফেলেছি। ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি করেছি। সমাজকেও বিভক্ত করে ফেলেছি। আমার দল করলেই সে ভালো লোক; অন্যের দল করলেই নিশ্চয়ই খারাপ লোক; দল না করলেও সে খারাপ। আমি যত অন্যায় কাজ করি, আমার কাজকে ন্যায় বলে তোমার স্বীকৃতি দিতেই হবে, নইলে তুমি ভালো লোক নও। এটা এদেশের মানুষকে ভালো-মন্দ পরীক্ষা করার মানদণ্ড। এ মানদণ্ডে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। অন্তর্বর্তী সরকার মানুষ চেনার এ মানদণ্ড পরিবর্তন করবে বলে আশা করে বসে আছি। মানুষ ভালো, না মন্দ বিচার্য হবে তার মনুষ্যত্বের গুণাবলী ও মানবিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে। কোন দল করে তা বিবেচনা করে নয়। আমাদের মধ্যে মানবতা বোধ পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। আবার এই ধ্বংসস্তুপের ওপর দাঁড়িয়ে আমরা মহামানব হওয়ার গুণগান গাই, নিজেকে ন্যায়বান দেশ পরিচালক বা জনপ্রতিনিধি বলে দাবি করি। আমাদের মধ্যে অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ববোধ কোথায়? আমি মানুষ, না অন্য কোনো প্রাণিসদৃশ, সে আত্মজিজ্ঞাসা কোথায়? বিবেকের জাগরণ ও জাগ্রত বিবেক কোথায়? আমরা হাজার হাজার নিরীহ স্বজাতি ও শিশুর বুকে গুলি চালানোর অনুমতি দিতে একটুও চিন্তা ও দ্বিধাবোধ করি না, আমি আমাকে মানুষ বলে দাবি করি কী করে? একটু পরেই আবার জিভ ঘুরিয়ে মিথ্যা বলি। আমরা ইসলামপূর্ব মধ্যপ্রাচ্যকে 'আইয়ামে জাহেলিয়া' বা 'অজ্ঞতা ও অন্ধকারের যুগ' বলে বইতে পড়েছি। আমরা সে যুগের বর্বরতাকেও নিজের অজান্তে ছাড়িয়ে গিয়েছি কিনা, কখনো আত্মজিজ্ঞাসা করে দেখেছি কি? আমরা কিসের অহংকারে নিজেদের সভ্য মানুষ বলে দাবি

করি? সভ্যতা কোথায়? আত্মবিশ্লেষণ কোথায়? অন্য কোনো প্রাণিকুলে জন্মালে প্রাণি হওয়া যায়, মানুষকুলে জন্মালেই কি মানুষ হওয়া যায়? একজনের মনুষ্যত্ব লোপ পেলে সে মানুষ হয় কী করে? আমরা অনেকেই হজ করি, বারবার নামাজে সেজদা দিয়ে কপালে ঘাঁটা পড়িয়ে জায়নামাজ ছিঁড়ে ফেলছি। অথচ নামাজে বারবার প্রতিজ্ঞা করছি 'আমাকে সহজ-সরল ও সঠিক পথে পরিচালিত কর'। নামাজ পড়ে উঠেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করছি, ঘুষ খাচ্ছি, দুর্নীতি করছি, মোনাফেকি করছি, অন্যের প্রতি অবিচার করছি। কেমন মুসলমান আমরা?

এদেশের জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে পরিণত করা কোনো কঠিন কাজই নয়। আগে নিজে ভালো হই। প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি একটা টেকসই পরিকল্পনা, সময়মতো পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন, সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা অনুসরণ করা। এ নিয়ে একটা সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। আন্দোলনে জড়িত লোকগুলোর মানবিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ভালো মানুষ হওয়া। মানুষের পক্ষে সবকিছুই সম্ভব।

(২৫ সেপ্টেম্বর '২৪ দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ